অষ্টম অধ্যায়

শিল্প

অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার সাথে সাথে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সরকার শিল্পায়নকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করেছে। বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপিতে এ খাতের অবদান ৩৩.৭১ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ছিল ৩২.৪২ শতাংশ। একই সাথে দেশের সব ধরনের শিল্পখাত যথা উৎপাদন শিল্প, জ্বালানি শিল্প, কৃষি ও বনজ শিল্প, খনিজ সম্পদ আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, পর্যটন ও সেবা শিল্প, নির্মাণ শিল্প, তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পসহ উপযোগী সব ধরনের শিল্পের পরিবেশবান্ধব বিকাশ ও উন্নয়নকল্পে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে 'শিল্পনীতি ২০১৬' ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতি নারীর উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাসহ নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকা পালন করবে। এ উদ্দেশ্যে যেখানে সম্ভব সেখানে পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শিল্পনীতিতে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্প ঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ফলে শিল্পখাতের ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশের জন্য ইপিজেডসমূহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণের মাধ্যমে দেশের শিল্পখাত বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগ ও রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিবিএস এর হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি'তে সার্বিক শিল্পখাতের (broad industry) অবদান ৩২.৪২ শতাংশ। সাময়িক হিসাব অনুয়ায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৩৩.৭১ শতাংশে। জিডিপিতে বৃহৎ শিল্পখাত ৪টি খাতের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হল খনিজ ও খনন; ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ। এর মধ্যে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ। স্থির মূল্যে (ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬) চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ২১.৭৪ শতাংশে যা গত অর্থবছরে ছিল ২২.৮৫ শতাংশ। সারণি ৮.১ -এ ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে জিডিপি ও অর্জিত প্রবৃদ্ধি দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১ঃ জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জিডিপি ও প্রবৃদ্ধির হার

(২০০৫-০৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে) (কোটি টাকা)

শিল্প	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮*
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	২০০৩৯.৫ (৮.১৭)	২১১৭৬.০ (৫.৬৭)	২২৫৬৯.১ (৬.৫৮)	২৪৫৫৭.৯ (৮.৮১)	২৬১১৩.১ (৬.৩৩)	২৮৩৪২৬ (৮.৫৪)	৩০৯০৯ (৯.০৬)	৩৩৯৪৫.৮ (৯.৮২)	৩৭৪৫৫.৬ (১০.৩৪)
মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্প	৭৯৬৩১.৪ (৬.২৭)	৮৮৪৭৫.৩ (১১.১১)	৯৭৯৯৮.৩ (১০.৭৬)	১০৮৪৩৬.২ (১০.৬৫)	১১৮৫৪০.৩ (৯.৩২)	১৩১২২৫৪ (১০.৭০)	১৪৭৩১৩ (১২.২৬)	১৬৩৮১৯.৫ (১১.২০)	১৮৬৩৭১.৬ (১৩.৭৭)
মোট	৯৯৬৭০৯ (৬.৬৫)	১০৯৬৫১.৪ (১০.০১)	১২০৫৬৭.৪ (৯.৯৬)	১৩২৯৯৪.১ (১০.৩১)	১৪৪৬৫৩৪ (৮.৭৭)	১৫৯৫৬৮০ (১০.৩১)	১৭৮২২২ (১১.৬৯)	১৯৭৭৬৫.৩ (১০.৯৭)	২২৩৮২৭.২ (১৩.১৮)

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। নোটঃ বন্ধনীর ভিতর শতকরা প্রবৃদ্ধির হার। * সাময়িক

শিল্পনীতি, ২০১৬

শিল্পায়ন বা শিল্পখাতকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসাবে বিবেচনা করে দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে 'শিল্পনীতি, ২০১৬' ঘোষণা করা হয়। উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ এ নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিল্পনীতিতে যথাযথ কৌশলাদি (Strategies) বর্ণিত হয়েছে। শিল্পনীতি বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগ এবং ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সুবিধাভোগীদের সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত সুরক্ষার মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় শিল্পনীতি, ২০১৬ এ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে শিল্প উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম হিসাবে গণ্য করে। এর পাশাপাশি সরকার বৃহৎ শিল্প ও চিহ্নিত সেবাখাতের উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। সরকারের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিল্পনীতি, ২০১৬ এ বাস্তবভিত্তিক নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে পরিকল্পিতভাবে শিল্পায়নের বিকাশ এবং শিল্পখাতে অব্যাহত প্রযুক্তিভিত্তিক টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে শিল্পনীতিতে বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমনঃ উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্পখাত সৃষ্টি, বিভিন্ন শিল্পখাতের সংজ্ঞা সংযোজন (হস্ত ও কারুশিল্প, সৃজনশীল শিল্প, উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প), মেধা সম্পদ সুরক্ষা, শিল্প দূষণ ব্যবস্থাপনা, শিল্প দক্ষতা উন্নয়নে সুসংহত ব্যক্তিখাত গড়ে তোলার জন্য প্রায়োগিক নীতি ও কৌশলগত সুবিধা। এ নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রথমবারের মত সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা (time bound workplan) জাতীয় শিল্পনীতি, ২০১৬ এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিল্প খাতের সাথে সম্পৃক্ত স্টেকহোল্ডার এবং বিশেষজ্ঞদের বাস্তবভিত্তিক, প্রায়োগিক এবং তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা জাতীয় শিল্পনীতি, ২০১৬ এ প্রতিফলিত হয়েছে। এ নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন সামগ্রিকভাবে শিল্পখাতকে বেগবান করে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

বক্স ৮.১: শিল্পনীতি, ২০১৬-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ শিল্প পণ্যের চাহিদা পূরণে শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত শিল্প পণ্যের রপ্তানি বাজার সৃষ্টিকরণে বিদ্যমান ও সম্ভাব্য অন্তরায় চিহ্নিতকরণ এবং এর নিরসনে পরিকল্পনা গ্রহণ;আমদানি নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং টেকসই শিল্পায়নের লক্ষ্যে দেশের উপকরণের প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধির এবং পণ্য বহুমুখীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন;টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব শিল্প বিকাশে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। একই সাথে শিল্প স্থাপনে দুর্যোগ ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া; সরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগের সুষ্ঠু সমন্বয় এবংবিদেশি বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশে সৃষ্টি;জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানের ভিত্তিতি প্রতিটি শিল্প উপখাতে সরকারি প্রণোদনায় অগ্রাধিকার নির্ধারণ; ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ও শ্রমঘন শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে হস্ত, ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প বিকাশে সরকারি ও ব্যক্তি খাতের সমন্বিত প্রচেষ্টা জোরদার; রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পখাতের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আধুনিকায়ন। শিল্পনীতি, ২০১৬ এর অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় এবং আর্ন্তজাতিক বাজারে এর চাহিদা বৃদ্ধিকরণ, পণ্যের পেটেন্ট ও ডিজাইন সংরক্ষণ, শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ পূর্বক শিল্পায়নে অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষের সাথে পরামর্শ করে আইন সংশোধন ও এর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ।

মাঝারি থেকে বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের উৎপাদন সূচক

উৎপাদনসূচক (Quantum Index of Production) ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের পণ্য উৎপাদন পরিমাপের একটি গুরত্বপূর্ণ সূচক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্ত অনুযায়ী ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনসূচক ২০১০-১১ অর্থবছরের ১৫৭.৮৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের নভেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত গড় সূচক দাঁড়ায় ৩৩০.৮১। সারণি ৮.২-এ ২০১০-১১ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.২ঃ ২০১০-১১ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক (২০০৫-০৬=১০০)

মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮*
	১৫৭.৮৯	১৭৪.৯২	১৯৫.১৯	২১৩.২২	২৩৬.১১	২৬৭.৮৮	২৯৭.৮৯	৩৩০.৮১
শতকরা পরিবর্তন	১৬.৯৪	১০.৭৮	১১.৫৮	৯.২৩	১০.৭৩	১৩.৪৫	১১.২০	২২.০৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। * নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত। (প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনা)

ক. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (Small and Medium Enterprises-SMEs)

নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গণ্য করা হয়ে থাকে। ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিতকরণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এ খাত প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। এসব সম্ভাবনাকে সামনে রেখে স্বল্প আয়ের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের বৈষম্য লাঘবে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ এ শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। এ লক্ষ্যে 'কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম', 'স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম' এবং জাইকা সহায়তাপুষ্ট 'ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর প্রজেক্ট ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব্ স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজড্ এন্টারপ্রাইজেস' প্রকল্পের আওতায় দ্বি-ধাপ তহবিলের মাধ্যমে পুনঃ অথবা পূর্ব অর্থায়ন স্কীম থেকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা চালু রয়েছে। এছাড়া, নতুন উদ্যোক্তাদের স্টার্ট আপ ক্যাপিটাল সরবরাহের জন্য 'কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল' এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের সুবিধার্থে 'কৃষিভিত্তিক শিল্প', 'ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (নারী উদ্যোক্তাসহ)' এবং 'কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা' খাতে 'ইসলামী শরিয়াহ্ মোতাবেক পুনঃঅর্থায়ন তহবিল' চালু করা হয়েছে।

ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এসএমই অর্থায়ন ও উন্নয়নে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। দেশে কার্যরত সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০১৭ সালে ৬,৩৪,৫৭৪টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সর্বমোট ১,৬১,৭৭৭.৩২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে, যা ২০১৬ সালের তুলনায় ১৩.৯৮ শতাংশ বেশি। একই সময়কালে (২০১৭ সালে) ৫৩,৮৭৪টি এসএমই নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে বিতরণকৃত ঋণ ৪,৭৭২.৯৯ কোটি টাকা, নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিতরণকৃত ঋণের হার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২৯.২৭ শতাংশ বেশি।

এসএমই খাতে ঋণ বিতরণ

এসএমই খাতকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম এজেন্ডা বিবেচনায় ২০১০ সাল থেকে প্রথমবারের মতো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক বছরওয়ারী ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সফলতাকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলার ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি এবং ক্যামেলস্ রেটিং নির্ণয়ের একটি নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ২০১৭ সালে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এসএমই খাতে ১,৬১,৭৭৭.৩২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে যা উক্ত বছরের স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১,৩৩,৮৫৩.৫৯ কোটি টাকার তুলনায় ২০.৮৬ শতাংশ বেশি। সারণি-৮.৩ এ ২০১১ হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণ দেখানো হলোঃ

সারণি-৮.৩ ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণ

(কোটি টাকায়)

সময়কাল	লক্ষ্যমাত্রা	সাব-সেক্টর			সর্বমোট	নারী উদ্যোক্তা	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
		ট্রেডিং	শিল্প	সেবা			
২০১১	৫৬৯৪০.১৩	৩৪৩৮২.৬৪	১৫৮০৫.৯৫	৩৫৩০.৮৫	৫৩৭১৯.৪৪	২০৪৮.৪৫	৯৫
২০১২	৫৯০১২.৭৮	৪৪২২৫.১৯	২১৮৯৭.৩৩	৩৬৩০.৯০	৬৯৭৫৩.৪২	২২৪৪.০১	১১৮
২০১৩	৭৪১৮৬.৮৭	৫৬৭০৩.৭২	২৪০১৬.৬৪	৪৬০২.৮৯	৮৫৩২৩.২৫	৩৩৪৬.৫৫	১১৫
২০১৪	৮৯০৩০.৯৪	৬২৭৬৭.১৮	৩০২৪৬.২০	৭৮৯৬.৭৭	১০০৯১০.১৫	৩৯৩৮.৭৫	১১৩
২০১৫	১০৪৫৮৬.৪৯	৭৩৫৫১.৭৮	৩০৪৬২.০২	১১৮৫৬.৬৮	১১৫৮৭০.৪৮	৪২২৬.৯৯	১১২
২০১৬	১১৩৫০৩.৪৩	৯০৫৪৭.৫৭	৩৫১৬৮.৬৩	১৬২১৯.১৯	১৪১৯৩৫.৩৯	৫৩৪৫.৬৬	১২৫
২০১৭	১৩৩৮৫৩.৫৯	৯৬৯৩৪.৭৯	৪২,৩৩৪.৮৭	২২৫০৭.৬৬	১৬১৭৭৭.৩২	৪৭৭২.৯৯	১২১

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

পুনঃঅর্থায়ন স্কিম (Refinance Scheme)

এসএমই খাতে নিয়মিত ঋণ বিতরণের পাশাপাশি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে চলতি মূলধন, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি এসএমই ঋণ সরবরাহ করছে। বর্তমানে এসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা; জাইকা সহায়তাপুষ্ট এফএসপিডিএসএমই তহবিল এবং নিজস্ব তহবিলের সহায়তায় আরো ৫টি তহবিল; মফস্বলে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের জন্য পুনঃঅর্থায়ন ফান্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক ফান্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক-ওমেন ফান্ড, নতুন উদ্যোক্তা ফান্ড এবং ইসলামী শরিয়াহ ফান্ড পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত পুনঃঅর্থায়ন তহবিলগুলোর সার্বিক অবস্থা ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত সারণি ৮.৪ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.৪: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে পুনঃঅর্থায়ন এর খাতওয়ারি বিবরণ (ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	মফস্বলে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের জন্য তহবিল	৪৩২.৪৬	১৮৭.৬৯	৬৩১.০৭	১২৫১.২২	২৭০৫	-	-	২৭০৫
২	বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল	৩৮৫.১১	৫৯৮.২৪	২৪২.৯৫	১২২৬.৩০	৫০২৪	৫৯২৬	১৭৬৭	১২৭১৭
৩	বাংলাদেশ ব্যাংক নারী উদ্যোক্তা তহবিল	৩৫৮.৬৪	১০৩৪২.৩	৪৩৪.২৯	১৮২৭.১৬	৫৪৪৬	৯১৪৭	২৫৭৮	১৭১৭১
৪	বাংলাদেশ ব্যাংক এক্সটেনশন-নারী উদ্যোক্তা	৪৫.৩৪	৮৯.৭৫	৪৪.৯৪	১৮০.০৩	৩৬০	৯৪৩	১০৪	১৪০৭
৫	আইডিএ তহবিল	৮০.৩৪	১৩২.৪৭	৯৯.৮০	৩১২.৬১	১৩৬৮	১৩০৬	৪৮৬	৩১৬০
৬	এডিবি-১	১৪৪.৪৮	১৩২.২৭	৫৮.১৯	৩৩৪.৯৪	৮০০	২০৯৬	৩৬৮	৩২৬৪
৭	এডিবি-২	-	৫৬৮.৩৯	১৭৮.৫৬	৭৪৬.৯৫	৩৭৬৫	৭৪৩৫	২৪৪৫	১৩৬৪৫
৮	জাইকা এফএসপিডিএসএমই	৪৮.৭৯	২৮৪.৯৯	৩১৯.৯০	৬৫৩.৬৮	৪৪১	৩৪	৩২৯	৮০৪
৯	নতুন উদ্যোক্তা তহবিল	০.৩০	১৮.০৪	১.৫৮	১৯.৯২	১৯৭	-	১৬৬	৩৬৩
	ইসলামী শরিয়াহ তহবিল	৩২৭.৯৮	৩৫.৭৯	৮৯.৪১	৪৫৩.১৮	১২৯	৪৬৭	২৮	৬২৪
সর্বমোট		১৮২৩.৪৪	৩০৮১.৮৬	২১০০.৬৯	৭০০৫.৯৯	২০২৩৫	২৭৩৫৪	৮২৭১	৫৫৮৬০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ৫৫,৮৬০টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৭,০০৫.৯৯ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে। মোট অর্থায়নের মধ্যে ১,৮২৩.৪৪ কোটি টাকা চলতি মূলধন খাতে, ৩,০৮১.৮৬ কোটি টাকা মধ্যমেয়াদি ঋণ ও ২,১০০.৬৯ কোটি টাকা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল পুনঃঅর্থায়ন তহবিলসমূহ এসএমই খাতে একটি মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বাজার সৃষ্টিতে অবদান রেখে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত পুনঃঅর্থায়ন তহবিলসমূহের বিস্তারিত নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

১. বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল

২০০৪ সালে প্রথমবারের মত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল এর মাধ্যমে ১০০ কোটি টাকার ঘূর্নায়মান বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল গঠন করা হয়। ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে এ তহবিলের আকার ৬০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। দেশের শিল্পোন্নয়নকে সুষম ও সংগঠিত করার লক্ষ্যে এসএমই নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে স্বল্পসুদে (ব্যাংক রেট+৫ শতাংশ) অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করতে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ সালে এ তহবিলের সমুদয় অর্থের ন্যূনতম ১০ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয় এবং মে ২০০৮ সালে এ হার ১৫ শতাংশে উন্নীত করা হয়। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও নারী উদ্যোক্তাকে অর্থায়নের বিপরীতে চুক্তিবদ্ধ ৩৩টি ব্যাংক ও ২৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে শতভাগ পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়ে থাকে। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত এ তহবিল থেকে মোট ৩১,২৯৫টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৩,২৩৩.৪৯ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে; তন্মধ্যে ১৭,১৭১টি নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ ১,৮২৭.১৬ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত সারণি-৮.৪(ক) তে দেখানো হলোঃ

সারণি-৮.৪ (ক): বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ (ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত)

ক্র. নং	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়দি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ক) বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল-সাধারণ									
১	ব্যাংক (২০ টি)	৩৪৮.৬১	২৯১.৪৪	৭০.৪৮	৭১০.৫৩	৩১১২	৩৯৫৬	৮১৮	৭৮৮৬
২	নন-ব্যাংক(২৩ টি)	৩৬.৫০	৩০৬.৮০	১৭২.৪৭	৫১৫.৭৭	১৯১২	১৯৭০	৯৪৯	৪৮৩১
	উপ-মোট	৩৮৫.১১	৫৯৮.২৪	২৪২.৯৫	১২২৬.৩০	৫০২৪	৫৯২৬	১৭৬৭	১২,৭১৭

খ) বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল-নারী উদ্যোক্তা									
১	ব্যাংক (৩৩ টি)	৩১০.০২	৪৮৭.৬৪	২৩০.৬৫	১০২৮.৩১	৩৩৬৩	৬৫৮৪	১৮১৩	১১৭৬০
২	নন-ব্যাংক(২১ টি)	৪৮.৬২	৫৪৬.৫৯	২০৩.৬৪	৭৯৮.৮৫	২০৮৩	২৫৬৩	৭৬৫	৫৪১১
	উপ-মোট	৩৫৮.৬৪	১০৩৪.২৩	৪৩৪.২৯	১৮২৭.১৬	৫৪৪৬	৯১৪৭	২৫৭৮	১৭১৭১
গ) বাংলাদেশ ব্যাংক এক্সটেনশন-২০১৪									
১	ব্যাংক (২৪ টি)	৪০.৬৯	২৮.৩৯	১৮.৯৭	৮৮.০৪	১৭৪	৬০২	৫১	৮২৭
২	নন-ব্যাংক(১৫ টি)	৪.৬৫	৬১.৩৭	২৫.৯৭	৯১.৯৯	১৮৬	৩৪১	৫৩	৫৮০
	উপ-মোট	৪৫.৩৪	৮৯.৭৬	৪৪.৯৪	১৮০.০৩	৩৬০	৯৪৩	১০৪	১৪০৭
	সর্বমোট	৭৮৯.০৯	১৭২২.২৩	৭২২.১৮	৩২৩৩.৪৯	১০৮৩০	১৬০১৬	৪৪৪৯	৩১২৯৫

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

২. Enterprises Growth and Bank Modernisation Programme (EGBMP) তহবিল (আইডিএ ফান্ড)

২০০৪ সালে বিশ্বব্যাংক (আইডিএ তহবিল) বাংলাদেশ সরকারের সাথে উন্নয়ন ঋণ চুক্তির অধীনে EGBMP তহবিল-এ ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদান করে। একই সাথে বাংলাদেশ সরকার উক্ত ঋণ চুক্তির অধীনে ইজিবিএমপি তহবিলে ৫৮ কোটি টাকা প্রদান করে। ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে পরিচালিত এ তহবিল হতে ৩২টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ৩,১৬০টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৩১২.৬১ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে সারণি-৮.৪ (খ)।

সারণি ৮.৪ (খ)-আইডিএ তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

ক্র. নং	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (১৭ টি)	৭৩.০৭	৭৫.৭৩	২৮.৫১	১৭৭.৩১	৯৭৩	১,১৬৭	৭৯	২,২১৯
২	নন-ব্যাংক(১৫ টি)	৭.২৬	৫৬.৭৪	৭১.৩০	১৩৫.৩০	৩৯৫	১৩৯	৪০৭	৯৪১
	সর্বমোট	**৮০.৩৩**	**১৩২.৪৭**	**৯৯.৮১**	**৩১২.৬১**	**১,৩৬৮**	**১,৩০৬**	**৪৮৬**	**৩,১৬০**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩. এডিবি-১ তহবিল

এসএমই খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সুদৃঢ় করতে ২৬ জানুয়ারি ২০০৫ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মধ্যে স্বাক্ষরিত ঋণচুক্তি এর মাধ্যমে স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসএমই এসডিপি) গঠিত হয়। উক্ত ঋণচুক্তির আওতায় এডিবি ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করে। সেপ্টেম্বর ২০০৯ সালে এ তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন সম্পন্ন করা হয় এবং ৩,২৬৪টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সর্বমোট ৩৩৪.৯৪ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে সারণি-৮.৪ (গ)। ইতোমধ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে পুনঃঅর্থায়িত সম্পূর্ণ অর্থ আদায় করা হয়েছে।

সারণি-৮.৪ (গ): এডিবি -১ তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

ক্রমিক নং	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১	ব্যাংক (৯ টি)	১৪৪.৩২	৯০.৯৫	৩৪.১৭	২৬৯.৪৪	৬৫৭	১,৮৯৩	১৫৫	২,৭০৫
২	নন-ব্যাংক(৭ টি)	০.১৬	৪১.৩২	২৪.০২	৬৫.৫০	১৪৩	২০৩	২১৩	৫৫৯
	সর্বমোট	১৪৪.৪৮	১৩২.২৭	৫৮.১৯	৩৩৪.৯৪	৮০০	২,০৯৬	৩৬৮	৩,২৬৪

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪. এডিবি-২ তহবিল

এডিবি-১ প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এসএমই খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম এর সুবিধা সম্প্রসারণের নিমিত্তে এডিবি'র আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অক্টোবর ২০০৯ সালে 'স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজড্ এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসএমইডিপি)' গঠন করা হয়। এডিবি প্রদত্ত এসডিআর ৪৮.৯৩ মিলিয়ন (সমপরিমাণ ৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং বাংলাদেশ

সরকার কর্তৃক প্রদত্ত টাকা ১৪২.৫৬ কোটি (সমপরিমাণ ১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এর সমন্বয়ে গঠিত এসএমইডিপি তহবিলের মোট পরিমাণ ৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এডিবি-২ তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রম ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ ৩৯টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার বাহিরে ১৩,৬৪৫ টি উদ্যোক্তাকে ৭৪৬.৯৫ কোটি টাকা মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি তহবিল সরবরাহ করা হয়েছে সারণি ৮.৪ (ঘ)।

সারণি-৮.৪ (ঘ): এডিবি-২ তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ (নারী উদ্যোক্তাদের পুনঃঅর্থায়ন ব্যতীত)

ক্রমিক নং	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ব্যাংক (১৯ টি)	-	৩০০.৮৮	৮৬.৮৩	৩৮৭.৭১	২,২৪৬	৫,৩১৯	১,২৩০	৮,৭৯৫
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (১৩ টি)	-	২৬৭.৫১	৯১.৭৩	৩৫৯.২৪	১,৫১৯	২,১১৬	১,২১৫	৪,৮৫০
সর্বমোট	**-**	**৫৬৮.৩৯**	**১৭৮.৫৬**	**৭৪৬.৯৫**	**৩,৭৬৫**	**৭,৪৩৫**	**২,৪৪৫**	**১৩,৬৪৫**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫. জাইকা তহবিল

ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সরবরাহের মাধ্যমে বাংলাদেশে এসএমই খাত উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১১ সালে জাইকা, জাপান এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে একটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ ঋণচুক্তির আওতায় জাইকা সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে উৎপাদনশীল খাতে স্থায়ী সম্পদে বিনিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তাসহ ৫,০০০ মিলিয়ন ইয়েন এর সমপরিমাণ টাকার একটি দ্বি-ধাপ তহবিল গঠন করা হয়। এ উদ্যোগের আওতায় ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (পিএফআই) হিসেবে অদ্যাবধি ২৫টি ব্যাংক ও ২১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। অক্টোবর ২০১২ থেকে এ তহবিলের আওতায় এসএমই উদ্যোক্তাদেরকে বাজারভিত্তিক সুদহারে পুনঃঅর্থায়ন/পূর্ব-অর্থায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি প্রত্যাশিত সুবিধাভোগীর আওতা বৃদ্ধি করার নিমিত্তে অক্টোবর ২০১৩ সালে মাইক্রো উদ্যোগকেও প্রকল্পের দ্বি-ধাপ তহবিলের আওতায় যোগ্য এন্টারপ্রাইজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং মাইক্রো এন্টারপ্রাইজসমূহের অর্থায়ন চাহিদার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সাব-লোনের ন্যূনতম পরিমাণ পাঁচ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে দুই লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত এ তহবিল থেকে মোট ৮০৪টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৬৫৩.৬৮ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন/পূর্ব-অর্থায়ন করা হয়েছে [সারণি-৮.৪ (ঙ)]

সারণি-৮.৪ (ঙ): জাইকা তহবিল থেকে পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ

	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				**অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)**			
	চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ব্যাংক (২৫টি) এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২১ টি)	৪৮.৭৯	২৮৪.৯৯	৩১৯.৯০	৬৫৩.৬৮	৪৪১	৩৪	৩২৯	৮০৪

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

এছাড়া, ২০১৩ সালে মর্মান্তিক রানা প্লাজা দুর্ঘটনা এবং এর ফলে সৃষ্ট তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার খাতে সমস্যার কারণে এ শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে এফএসপিডিএসএমই প্রকল্পের দ্বি-ধাপ তহবিল এর আওতায় তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার খাতে সহায়তা প্রদানের জন্য একটি ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ সদস্যভুক্ত তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের কারখানার সংস্কার, পুনর্গঠন ও প্রতিস্থাপন কাজের জন্য সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ইতোমধ্যে দুটি গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এ তহবিলের আওতায় ১৫.৯৫ কোটি টাকা অর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে।

৬. কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে আরো উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২০০১ সালে ১৫০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করে ঋণ গ্রহীতাকে ১০ শতাংশ সুদহারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান শুরু করা হয়। পরবর্তীকালে, এ তহবিলের আকার বৃদ্ধি করে ২০১২ সালে ২০০ কোটি টাকায়, ২০১৩ সালে ৪০০ কোটি টাকায় এবং সর্বশেষ ২০১৫ সালে ৪৫০ কোটি টাকায় উন্নীত করা

হয়। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত এ তহবিল থেকে ২,৭০৫টি কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সর্বমোট ১,২৫১.২২ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে মোট ৪০টি কৃষিভিত্তিক শিল্পখাতে এ তহবিলের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

৭. কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সফলভাবে পরিচালিত উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে নির্বাচিত ও প্রশিক্ষিত কিংবা স্ব-প্রশিক্ষিত নতুন উদ্যোগ গ্রহণে ইচ্ছুক উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন সহজলভ্য করে আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল' নামে ১০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। এই তহবিল হতে নতুন উদ্যোক্তারা সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ সুদে সহায়ক জামানতসহ সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা এবং সহায়ক জামানতবিহীন সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চলতি মূলধন কিংবা মেয়াদি ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত এ তহবিল থেকে ৩৬৩ জন উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ১৯.৯২ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে।

৮. ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং শিল্পায়নে বিশেষ করে কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাত এবং নতুন উদ্যোক্তাগণকে অর্থায়নে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকল্পে একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। ইসলামী শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এসএমই খাত ও কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত এ তহবিল হতে ৬২৪ জন উদ্যোক্তাকে ৪৫৩.১৮ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে।

এসএমই খাতের উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

এসএমই খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় ২০১৭ সালে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মোট ঋণ বিতরণের মধ্যে এসএমই খাতে বিতরণ অন্যূন ২০ শতাংশ এবং তা প্রতিবছর কমপক্ষে ১ শতাংশ বৃদ্ধিসহ ২০২১ সালে অন্যূন ২৫ শতাংশে উন্নীত করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও, ২০২১ সালের মধ্যে এসএমই ঋণ পোর্টফলিওর কাঙ্ক্ষিত গঠনে উৎপাদন খাতে অন্যূন ৪০ শতাংশ, সেবা খাতে অন্যূন ২৫ শতাংশ এবং ব্যবসাখাতে সর্বোচ্চ ৩৫ শতাংশ করার নির্দেশনা রয়েছে। এক্ষেত্রে মোট এসএমই ঋণের মধ্যে নারী উদ্যোক্তা ঋণের কাঙ্ক্ষিত হার হবে ন্যূনতম ১০ শতাংশ যা ২০২১ সালে ১৫ শতাংশে উন্নীত করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

- কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতে এসএমই ঋণের সর্বনিম্ন সীমা যথাক্রমে ১০ হাজার, ২০ হাজার ও ৫০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্পে অর্থায়ন বৃদ্ধির নিমিত্ত বিদ্যমান ক্লাস্টারগুলো শক্তিশালীকরণ ও নতুন নতুন ক্লাস্টার সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে কমপক্ষে একটি ক্লাস্টার উন্নয়নের সার্বিক দায়িত্ব নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। একই সাথে প্রতিটি জেলায় একটি ব্যাংককে মূল ভূমিকা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
- কৃষিভিত্তিক শিল্পে অর্থায়নের জন্য এ খাতের আওতা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ নীতিমালা প্রণয়নের সময় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এসএমই খাতে যুক্তিসঙ্গত গ্রেস পিরিয়ড প্রদানের বিষয়টিকে বিবেচনা করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- উদ্যোক্তাদের অভিযোগ জ্ঞাত হওয়া ও নিষ্পত্তির জন্য প্রত্যেক ব্যাংকে একজন ফোকাল কর্মকর্তা নিয়োগ করে কর্মকর্তার নাম প্রত্যেক শাখায় প্রদর্শনের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগসহ প্রতিটি শাখায় এসএমই মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেক ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানেও এসএমই মনিটরিং সেল কার্যরত রয়েছে।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধী এসএমই উদ্যোক্তা এবং সৃজনশীল লেখনী প্রকাশ ও বিপণনে নিয়োজিত উদ্যোক্তাগণকে স্বল্পসুদে (ব্যাংক রেট+৫ শতাংশ) এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ পরিচালিত স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতের পুনঃঅর্থায়ন তহবিল 'বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল' এর আওতায় অর্থায়ন গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের সমুদয় অর্থের ন্যূনতম ১৫ শতাংশ মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পুনঃঅর্থায়ন

তহবিলের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে এসএমই ঋণের সুদ হার হ্রাসকৃত রেট ৯ শতাংশ (ব্যাংক রেট + ৪ শতাংশ)-এ নির্ধারণের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

- প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে স্বতন্ত্র 'Women Entrepreneur's Dedicated Desk' স্থাপন ও তাতে প্রয়োজনীয় উপযুক্ত জনবল নিয়োগ করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
- ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতা 'নারী শিল্প উদ্যোক্তা' হলে বা ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় কমপক্ষে ৫১ শতাংশ শেয়ার মালিক নারী হলে সে সকল প্রতিষ্ঠান/উদ্যোক্তাকে সহায়ক জামানত হিসেবে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত গ্যারান্টির বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পারে।
- ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা কর্তৃক এসএমই ঋণ গ্রহণের সুবিধার্থে গ্রুপভিত্তিক ৫০ হাজার টাকা ও তদুর্ধ্ব ঋণ বিতরণের নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়েছে।
- নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি ও ক্ষমতায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন ব্যবস্থায় অধিকতর প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শাখা কর্তৃক শাখার আওতাধীন এলাকায় ন্যূনতম ৩ জন উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী নারী কিংবা নারী উদ্যোক্তা যারা ইতঃপূর্বে কোন ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোন ঋণ গ্রহণ করেননি তাদেরকে খুঁজে বের করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নির্বাচিত নারী উদ্যোক্তাদেরকে এসএমই কার্যক্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ন্যূনতম একজনকে প্রতিবছর ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

খ. রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ (SOEs)

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

বাংলাদেশে অকৃষি খাতে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বিনিয়োগ। বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশে মোট ৪০টি মাঝারি ১,৪১২টি ক্ষুদ্র শিল্প ও ২,৮৬২টি কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। এসব শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হচ্ছে ১,৫৪০ কোটি টাকা। উল্লিখিত বিনিয়োগের মধ্যে ব্যাংক, বিসিক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১৮৬.৬৫ কোটি টাকা। ইকুইটির পরিমাণ ৫৫৫.১৩ কোটি টাকা এবং ৭৯৮.২২ কোটি টাকা উদ্যোক্তাদের নিজস্ব উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়েছে। উল্লিখিত বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে মোট ৩৮,০৩১ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

বাংলাদেশে বিসিকের ৭৬টি শিল্পনগরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৫,৮৫৪টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ১০,১৬০টি প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে ৪,৫৮১টি ইউনিট বর্তমানে উৎপাদনরত আছে। ৭৪টি শিল্পনগরীতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত স্থাপিত শিল্প-কারখানাসমূহে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২০,১৭৮.১৭ কোটি টাকা। গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ শিল্প কারখানাগুলোতে মোট ৫৫,২৬২.২৬ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে ২৫,৫২৮.৪৬ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। বিদেশে রপ্তানিকৃত এসব পণ্য সামগ্রীর মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে হোসিয়ারি ও নিটওয়ার শিল্প খাত থেকে। বিসিকের শিল্পনগরীগুলোতে বিনিয়োগ, উৎপাদন, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান এই সবই পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিসিকের শিল্পনগরীগুলোতে অবস্থিত শিল্প-কারখানা থেকে গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সরকারকে প্রায় ৩,৫৮৪.৮৫ কোটি টাকা রাজস্ব পরিশোধ করা হয়েছে। সারণি ৮.৫ এ বিসিক শিল্প নগরীসমূহে বছরওয়ারি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.৫ঃ বিসিক শিল্প নগরীসমূহে বছরওয়ারি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

অর্থবছর	বিনিয়োগ (ক্রমপুঞ্জিত) (কোটি টাকায়)	বার্ষিক উৎপাদন (কোটি টাকায়)	কর্মসংস্থান (শুরু থেকে) (লক্ষ জন)
২০১০-১১	১৪,৭৯০	২৯,০২৮	৪.৪৫
২০১১-১২	১৫,৭৭১	৩২,২০৩	৪.৫৬
২০১২-১৩	১৭,৪১১	৩৬,০৯৭	৫.০৪
২০১৩-১৪	১৮,৮৯৭	৪২,৫০৯	৫.২৬
২০১৪-১৫	১৯,৩৮০	৪৩,৮৫৮	৫.৫০
২০১৫-১৬	২০,১৭৮	৪৫,৮৭৯	৫.৬৩
২০১৬-১৭	২০,১৭৮	৫৫,২৬২.২৬	৫.৬৪
২০১৭-১৮	২০,৭১০	৩৬৮৪১	৫.৬৬

উৎসঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয় (ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত)

বিসিকের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, সাব-কণ্ট্রাকটিং কার্যক্রম, লবণ উৎপাদন, দারিদ্র্য বিমোচনমূলক ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি এবং বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিসিক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত) তার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নকশা কেন্দ্র, ১৫টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৬৪টি শিল্প সহায়ক কেন্দ্রের মাধ্যমে ৮,৩৫০ জন উদ্যোক্তা, কারিগর, ব্যবস্থাপক ও অনুরূপ

পর্যায়ের লোককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া, এই সময়ে সাব-কন্ট্রাকটিং কার্যক্রমের আওতায় বিসিক বিভিন্ন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে মোট ৭.৮৪ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সরবরাহের আদেশ প্রাপ্তিতে সহায়তা করেছে, যার প্রায় সবটাই আমদানি বিকল্প সামগ্রী। এতে দেশের প্রায় ৭.৮৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়েছে। এছাড়া, চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪৩,১০২ জন লবণ চাষীকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে ৬৪,১৪০ একর জমিতে ১৮ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ চাষের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। চলতি লবণ মৌসুমের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ৫.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে। লবণ উৎপাদন মৌসুম সাধারণত ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি শুরু হয়ে এপ্রিল পর্যন্ত বলবৎ থাকে। দারিদ্র্য বিমোচনমূলক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় বিসিক ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৩৩১টি শিল্প ইউনিটের বিপরীতে ৩৪০.৮৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বিসিক কর্তৃক মোট ২৬টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ রসায়নশিল্প কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি) বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে ৮টি সারকারখানা, ১টি পেপার মিল, ১টি সিমেন্ট কারখানা, ১টি গ্লাসশীট ফ্যাক্টরি, ১টি ইন্স্যুলেটর এবং স্যানিটারিওয়্যার কারখানা সহ মোট ১২টি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান বিসিআইসি'র ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। সংস্থাধীন কারখানাসমূহের উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে ৮০ শতাংশই সার যা জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। উল্লেখ্য যে, স্থানীয়/বিদেশি যৌথ উদ্যোগের অংশীদারদের সার্বিক সহায়তাদানে বিসিআইসি'র এক বিরাট গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য আছে। বর্তমানে বিসিআইসি'র সাথে যৌথ উদ্যোগে ৮টি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে এবং ২টি প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংস্থাধীন কারখানাসমূহে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত বিসিআইসি ১২টি কারখানায় ১,০৭৬.৪২ কোটি টাকার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে ৯৮৩.৯৯ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ৯১ শতাংশ । একই সময়ে সংস্থার কারখানাসমূহের বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৯৮৮.৫৩ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৮৫ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে জাতীয় কোষাগারে প্রদত্ত রাজস্ব (কর ও শুল্ক) এর পরিমাণ ছিল ৬০.৪৮ কোটি টাকা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংস্থাধীন কারখানাসমূহে ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ পর্যন্ত ৬,৬৬,৭৪০ মেঃ টন ইউরিয়া সার, ৬৮৯.৯৬ মেঃ টন টিএসপি ও ৪০,৮৩২ মেঃ টন ডিএপি সার উৎপাদন হয়েছে। তাছাড়াও আলোচ্য সময়ে ২,৩৫৫ মেঃ টন কাগজ, ২৪,৪৮০ মেঃ টন সিমেন্ট, ৯.৮৭ লক্ষ বর্গ মিটার গ্লাসশীট, ৩৫৬.৮১ মেঃ টন স্যানিটারীওয়্যার সামগ্রী, ৪৬১.২৯ মেঃ টন ইন্স্যুলেটর এবং ১২৫.২০ মেঃ টন রিফ্র্যাক্টরীজ উৎপাদিত হয়েছে। সারণি ৮.৬ -এ ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ইউরিয়া সারের উৎপাদন, চাহিদা, বিক্রয় এবং আমদানির পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ৮.৬ ইউরিয়া সারের উৎপাদন, চাহিদা, বিক্রয় এবং আমদানির পরিসংখ্যান

(মেঃ টন)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)	চাহিদা	প্রকৃত বিক্রয়	চাহিদার বিপরীতে বিক্রয়ের হার (%)	আমদানি
২০১০-১১	১৯০০০০০	৯০৮৮৩৭	৪৮	২৮৩১০০০	২৬৫৫২৪৫	৯৪	১৮১৩৯৮৬
২০১১-১২	১১২০০০০	৯৩৩৬৮৬	৮৩	৩০০০০০০	২২৯৬৪৫৭	৭৭	১২৭৯৪৩৯
২০১২-১৩	১১১৫০০০	১০২৬৯৯৯	৯২	২৫০০০০০	২২৪৬৭০৮	৯০	১৩১৪২৩১
২০১৩-১৪	১০১২৫০০	৮৩৮৬২৮	৮৩	২৪৫০০০০	২৪৬১৬৮১	১০০	১৭৩০৮১১
২০১৪-১৫	৭৮৬০৫৬	৮৭৮৩৬০	১১২	২৭০০০০০	২৬৩৮৫৩৩	৯৮	১৮৮১৫১৭
২০১৫-১৬	১০৯৫০০০	১০০৭৪৯৮	৯২	২৮০০০০০	২২৯১৪৫২	৮২	১২৯২৯১৯
২০১৬-১৭	৯২৮০০০	৯২২৭১৭	৯৯	২৫০০০০০	২৩৬৫৭৩৭	৯৫	১১৫৩৩২৪
২০১৭-১৮	৯০২০০০	৬৬৬৭৪০	৭৪	২৫০০০০০	১৯৪৭১৭১	৭৮	৯৫৩০৫৪

উৎসঃ বাংলাদেশ রসায়ন ইন্ডাস্ট্রীজ কর্পোরেশন * ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।

দেশে ইউরিয়া সারের বিদ্যমান ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড (ইউএফএফএল) ও পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড (পিইউএফএফএল) এর স্থলে 'ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প' নামক নতুন সার কারখানা স্থাপনের কাজ চলছে। নতুন সার কারখানা স্থাপিত হলে দেশে ইউরিয়া সারের বিদ্যমান ঘাটতি পূরণ হবে এবং প্রত্যক্ষ ভাবে প্রায় ১ হাজার ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন ১৫টি চিনিকল, ১টি ডিষ্টিলারী ইউনিট, ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, ১টি জৈবসার কারখানা ও ৩টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন ১৫টি চিনিকলের বার্ষিক চিনি উৎপাদন ক্ষমতা ২.১০ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে বর্তমানে চিনির বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১৪ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে চিনির প্রকৃত চাহিদার তুলনায় সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন ইক্ষুভিত্তিক চিনিকলগুলোতে চিনি উৎপাদন অপ্রতুল। ফলে বেসরকারি খাতে স্থাপিত ৫/৬টি সুগার রিফাইনারিতে উৎপাদিত চিনি এবং আমদানিকৃত চিনি দ্বারা ঘাটতি পূরণ করা হয়।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের চিনিকলে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত প্রায় ৬৬ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদিত হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ডিষ্টিলারী ইউনিটের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৫০ লক্ষ প্রুফ লিটার এবং এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ৩৬.৮০ লক্ষ প্রুফ লিটার ডিষ্টিলারী পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। প্রকৌশলজাত পণ্যের বার্ষিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ১,১০০ মেট্রিক টন এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ৬৬৯.৫৮ মেট্রিক টন পণ্য উৎপাদিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি, যথা-বৈদ্যুতিক কেবলস্, ট্রান্সফরমার, ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইট, সিএফএল বাল্ব, সুপার এনামেল কপার ওয়্যার ইত্যাদি উৎপাদন করে দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে অবদান রাখছে। তাছাড়া বিএসইসি বাস, ট্রাক, জীপ, মোটর সাইকেল ইত্যাদি সংযোজন, জিআই/এমএস/এপিআই পাইপ, সেফটি রেজার ব্লেডও উৎপাদন করে থাকে। উল্লেখ্য, বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত প্রতিটি পণ্য আন্তর্জাতিক গুণগত মানসম্পন্ন (ISO সনদ প্রাপ্ত) এবং ক্রেতাদের নিকট সমাদৃত।

বিএসইসি এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৮টি শিল্প ইউনিট বর্তমানে চালু আছে। ৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এটলাস বাংলাদেশ লিঃ, ন্যাশনাল টিউবস লিঃ ও ইস্টার্ণ কেবলস লিঃ এর ৪৯ শতাংশ শেয়ার ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে (জুলাই ২০১৭ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত) বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ৮টি প্রতিষ্ঠানে মোট ৩৮৪.১২ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী উৎপাদন এবং ২৮০.৮৪ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করা হয়। এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট অনুযায়ী ২,২৭৫ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সারণি ৮.৭ -এ ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত বিএসইসি'র আর্থিক বিবরণী এবং সারণি ৮.৮ -এ ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত বিএসইসি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব তহবিলে জমার বিবরণ দেখানো হলোঃ

সারণিঃ ৮.৭ বিএসইসি'র আর্থিক বিবরণী

(কোটি টাকা)

বিবরণ	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮ (জুলাই-জুন)	২০১৭-১৮ প্রাক্কলিত বাজেট
মুনাফা	৮৬.৫১	৯১.৪০	১০৫.৫৯	৯৮.৮৮	৮৪.৫৪	৯৫.৪১	৯৬.৬৮	৩১.১৫	১১৬.১৯
লোকসান	৪.৬১	১৩.৬৮	১০.৬২	৯.৩০	১২.৯৬	৯.১৯	১৯.৬০	১৬.২৪	০.০০
নীটলাভ/(লোকসান)	৮১.৯০	৭৭.৭২	৯৪.৯৭	৮৯.৫৭	৭১.৫৭	৮৬.২২	৭৭.০৮	১১.৯১	১১৬.১৯

উৎসঃ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন।

সারণিঃ ৮.৮ বিএসইসি'র রাজস্ব তহবিলে জমার বিবরণ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮ (জুলাই'১৭-ফেব্রুয়ারি'১৮)	২০১৭-১৮ প্রাক্কলিত বাজেট
কর ও শুল্ক	৪৯৪.৭৮	৪৭২.১১	৪৩৪.৩৪	২৫৬.৯৮	২৪৫.৬৬	২৪৩.১৩	১৯০.১৪	৩৩৮.৫২	৩৯০.১৭

উৎসঃ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন।

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি)

শিল্প সেক্টরের আওতায় ৭টি শিল্প ইউনিট রয়েছে। এর মধ্যে দুটি ইউনিট পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল হতে প্রাপ্ত এবং বিএফআইডিসি'র রাবার বাগানের জীবনচক্র হারানো রাবার গাছ আহরণ কাজে নিয়োজিত। বর্ণিত দুটি ইউনিটের মধ্যে একটি এবং অবশিষ্ট ৫টি ইউনিটের মধ্যে একটি শিল্প ইউনিট কাঠ সিজনিং এবং ট্রিটমেন্ট কাজ করে থাকে। অপর ৪ ইউনিটে দরজা-জানালার চৌকাঠ, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ এবং উন্নতমানের আসবাবপত্র বাণিজ্যিকভাবে তৈরি হয়ে থাকে। বিএফআইডিসি ১৯৬২ সন থেকে এ যাবত ৩২,৬৩৫ একর জমিতে বাণিজ্যিকভাবে রাবার বাগান সৃজনের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষা, ভূমিক্ষয় ও ভাঙ্গনরোধসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং পশ্চাৎপদ গ্রামীণ জনপদে অর্থনৈতিক কর্ম-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত কতিপয় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত 'বাংলাদেশ রাবার নীতি-২০১৪' কার্যকরী হয়েছে
- নিজস্ব অর্থায়নে গত ৮ বছরে (২০০৯-১৭) ৪,৩০০ একর পুনঃ রাবার বাগান সৃজন করা হয়েছে।
- কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে 'রাবার কাঠ প্রেসার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন' শীর্ষক একটি প্রকল্প ৩,৩৪০.১৬ লক্ষ টাকায় বাস্তবায়নাধীন আছে।
- কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে 'রাঙ্গুনিয়া রাবার বাগান সৃজন (প্রথম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পটি জুন ২০১৭ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। যাতে ৫৭২.৯২ লক্ষ টাকা খরচে ৫৫০ একর রাবার বাগান সৃজন করা হয়েছে।
- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ৪৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সিমেন্ট বন্ডেড পার্টিকেল বোর্ড স্থাপন পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলায় ২৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ভাটেরা রাবার বাগানের অবকাঠামো উন্নয়ন' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

গ.বস্ত্র খাত

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গার্মেন্টস ও বস্ত্র খাত একটি দ্রুত বিকশিত সেক্টর। বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। এই সেক্টর জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। বাংলাদেশে গার্মেন্টস ও বস্ত্র শিল্পে যৌথভাবে নিয়োজিত প্রায় ৫০ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে ৮০ শতাংশ হচ্ছে নারী শ্রমিক। তৈরি পোশাক খাত হতে দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮৩.৯৫ শতাংশ আয় হয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তৈরি পোশাক খাত হতে রপ্তানি আয় ২৯.২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা জিডিপিতে ১০.৩৪ শতাংশ অবদান রেখেছে।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন (বিটিএমসি)

বিটিএমসি নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমুহ ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর (অক্টোবর ২০১৭) পর্যন্ত মোট ৮,২৬৫.৫০ লক্ষ কেজি সুতা উৎপাদন করেছে, যার মধ্যে নিজস্ব সুতা উৎপাদনের পরিমাণ ৭,২৮২.৯২ লক্ষ কেজি এবং সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে উৎপাদিত সুতার পরিমাণ ৯৮২.৫৮ লক্ষ কেজি। নিজস্ব কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ ৮,১৪৯.৯৮ লক্ষ মিটার। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে কম্পোজিট মিলসমূহের বুনন বিভাগ বন্ধ করার পর থেকে বিটিএমসিতে কাপড় উৎপাদন করা হয় না। ১৯৯৬-৯৭ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর (অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত) সার্ভিস চার্জ বাবদ আয়ের পরিমাণ প্রায় ৪৮৪.৬৩ কোটি। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত বিটিএমসি মিলসমূহে বছরভিত্তিক সুতা উৎপাদন কার্যক্রমের উপর একটি তুলনামূলক চিত্র সারণি ৮.৯ দেওয়া হলোঃ

সারণি ৮.৯ বিটিএমসি মিলসমূহে বছরভিত্তিক সুতা উৎপাদন

অর্থবছর	স্পিন্ডল (টাকু) এর স্থাপিত ক্ষমতা		সুতা উৎপাদনের পরিমান
	সংখ্যা	ব্যবহার (%)	লক্ষ কেজি
২০০৯-১০	১৭৬৫১২	১১	১১.৪৬
২০১০-১১	১৭৬৫১২	৪৩	২৪.০৫
২০১১-১২	১৭৬৫১২	২০	৯.৩৬
২০১২-১৩	১৬৮৯৬৮	১৬	১৬.৬৮
২০১৩-১৪	১৮৬২৬৪	২০	১৯.৮০
২০১৪-১৫	১৯৯৬০৮	২০	২০.৪৮
২০১৫-১৬	১৯৮৭৯২	২৩	২২.৩৭
২০১৬-১৭	১৬৯৪৭২	২৯	২০.৪৭
২০১৭-১৮*	১৫২১৭৬	২২	৪.৯৮

উৎসঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। * অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত টেক্সটাইল মিলসমূহের মধ্যে বিটিএমসি'র ১৬টি মিল পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর মাধ্যমে পরিচালনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে জাপান, ভারত, তুরস্ক ও

ভিয়েতনামসহ অন্যান্য দেশের বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকেও বিনিয়োগে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ/উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের তাঁত শিল্প

বাংলাদেশের গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষির পরই তাঁত শিল্পের স্থান। দেশে তাঁত শিল্প তথা তাঁতিদের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে সর্বপ্রকার সহায়তা ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী তাঁত শিল্পে বছরে প্রায় ৬৮.৭০ কোটি মিটার তাঁতবস্ত্র উৎপাদিত হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার প্রায় ৪০ শতাংশের বেশি তাঁত শিল্প যোগান দিচ্ছে। এ শিল্পে সারাবছর প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থান হয় প্রায় ৯ লক্ষ লোকের এবং পরোক্ষভাবে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ। দেশে মোট তাঁত সংখ্যা প্রায় ৫,০৫,৫৫৬টি। এর মধ্যে প্রায় ৩,১৩,২৪৫টি তাঁত সচল, অবশিষ্ট প্রায় ১৯২,৩১১টি তাঁত অচল রয়েছে। তাঁত অচল থাকার প্রধান কারণ চলতি মূলধনের অভাব। এ শিল্পের বছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ প্রায় ১,২২৭ কোটি টাকা। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড-এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় তাঁতিদের চলতি মূলধন সরবরাহকল্পে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ৪৩,১৭৮ জন তাঁতিকে ৬২,২৬৭টি তাঁতের বিপরীতে মোট ৭,১৩০.৯৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত ঋণের কিস্তি বাবদ ৫,০৫০.৩৫ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে এবং আদায়ের হার ৭০ শতাংশ। তাঁত সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড ইতোমধ্যে বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এ সব প্রকল্প দেশের তাঁত শিল্প ও তাঁতিদের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশের রেশম শিল্প

রেশম শিল্প বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী কৃষিভিত্তিক কুটির শিল্প। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও নিরাপত্তা বেষ্ঠনী সৃষ্টি, বেকারত্ব হ্রাস, গ্রামীণ মহিলাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করাসহ জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার ক্ষেত্রে এ শিল্পের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড এ শিল্পের উন্নয়ন আরো ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে আবাসন পল্লী/আদর্শ রেশম পল্লী, চাকী রিয়ারিং সেন্টার স্থাপন করে ৬.৫০ লক্ষের অধিক গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী তথা মহিলাদেরকে এ কাজে সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন এই ৩টি সংস্থা একীভূত হয়ে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়েছে। বোর্ডে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় রেশম চাষের বিভিন্ন কলাকৌশলের উপর রেশম চাষি, তাঁতি/রিলারদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও পলুপালন সামগ্রী সরবরাহসহ তা সংগ্রহে অর্থায়ন সহায়তা দিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সুতা ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ৮.১০-এ হতে দেওয়া হলোঃ

সারণি ৮.১০ঃ সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সুতা ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি

সাল	রোগমুক্ত রেশম ডিম (লক্ষ সংখ্যা)	রেশমগুটি (লক্ষ কেজি)	রেশমসুতা (হাজার কেজি)	ক্ষুদ্রঋণ প্রদান (লক্ষ টাকায়)	
				রেশম চাষি	রেশম তাঁতি
২০০৯-১০	৫.৫০	১.৪৭	১.২৯	-	-
২০১০-১১	৪.৬৭	১.৭৬	২.১৬	-	-
২০১১-১২	৪.৪৩	১.৮০	২.৬৭	-	-
২০১২-১৩	৪.৪৩	১.২২	১.৬৪	-	-
২০১৩-১৪	৪.১৭	০.৯৮	০.৬৬	বিতরণঃ২৩১.৩০ আদায়ঃ২০৫.৩৯	বিতরণঃ৪১.২৭ আদায়ঃ৩৬.১৮
২০১৪-১৫	২.৬৫	০.৫৬	০.৬৪	বিতরণঃ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২০৬.০৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ৩৬.৪৮(ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৫-১৬	৩.৮০	১.৪৬	০.১২	বিতরণঃ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২১০.২০ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ৩৬.৮২(ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৬-১৭	২.৪৭	০.৫২	০.৩৬	বিতরণঃ ২৩১.৩০	বিতরণঃ ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত)

সাল	রোগমুক্ত রেশম ডিম (লক্ষ সংখ্যা)	রেশমগুটি (লক্ষ কেজি)	রেশমসুতা (হাজার কেজি)	ক্ষুদ্রঋণ প্রদান (লক্ষ টাকায়)	
				রেশম চাষি	রেশম তাঁতি
				(ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২২২.১৩ (ক্রমপুঞ্জিত)	আদায়ঃ ৩৭.০৯ (ক্রমপুঞ্জিত)
২০১৭-১৮	১.২৬	০.৩০২	০.৩৭০	বিতরণঃ ২৩১.৩০ আদায়ঃ ২২২.৩৭	বিতরণঃ ৪১.২৭ আদায়ঃ ৩৭.১০

উৎসঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি ২০১৮পর্যন্ত।

বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন (বিজেএমসি)

স্বাধীনতার পর ৮২টি পাটকল নিয়ে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন গঠিত হয়। বর্তমানে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিল-কারখানার সংখ্যা মোট ২৬টি। বিজেএমসির মিলসমূহে প্রধানতঃ হেসিয়ান, স্যাকিং, কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ উৎপাদিত হয়। এছাড়া, কয়েকটি পাটকলে উন্নতমানের রপ্তানিযোগ্য পাটের সুতা, জিওজুট, কটন ব্যাগ, নার্সারী পট, ফাইল কভার ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত বিজেএমসির আওতাভুক্ত পাটকলসমূহের পাটজাত পণ্যের উৎপাদন হয়েছে মোট ০.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন, যা গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল ১.৪১ লক্ষ মেট্রিক টন।

বিজেএমসি পাটজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত বিজেএমসির আওতাভুক্ত পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ০.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন ও রপ্তানি আয় ৬৩৭.৩৯ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি আয় ছিল যথাক্রমে ০.৮৯ লক্ষ মেট্রিক টন ও ৭৩৫.২৫ কোটি টাকা। এছাড়া, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত বিজেএমসি মিল কর্তৃক স্থানীয় পাটজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণ ও মূল্য যথাক্রম ০.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন ও ১৮৯.০১ কোটি টাকা, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ০.২৬ লক্ষ মেট্রিক টন ও ৩৬৭.১২ কোটি টাকা।

জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রচলিত পাটপণ্য সামগ্রীর পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উচ্চ মূল্য সংযোজিত উন্নতমানের বহুমুখী পাট পণ্য সামগ্রী উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা করার লক্ষ্যে ২০০২ সালের মার্চ মাসে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) স্থাপিত হয়।

জেডিপিসি'র মূখ্য কার্যক্রমঃ

- পাট ও পাট পণ্য সামগ্রী বহুমুখীকরণে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিতকরণ;
- নতুন নতুন প্রযুক্তি সংগ্রহ ও সরবরাহ করণ;
- উচ্চমূল্য সংযোজিত পাট পণ্য সামগ্রী উৎপাদনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান;
- বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মূলধন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যাংকের সাথে সংযোগ স্থাপনে সহযোগিতা প্রদান;
- পাট পণ্য সামগ্রী বাজারজাতকরণে বিপণন ও প্রচারণা মূলক কার্যক্রম।

ঘ. বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার বিনিয়োগ পরিস্থিতি

শিল্প খাতে দ্রুত বিকাশের জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ দেশে ইপিজেড স্থাপনের মাধ্যমে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্প খাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৮টি ইপিজেড রয়েছে, যথা: চট্টগ্রাম, ঢাকা, মোংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী ইপিজেড। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত দেশের ইপিজেডসমূহে সর্বমোট ৬০০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শিল্প স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে তন্মধ্যে ৪৬৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত এবং ১৩১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চট্টগ্রাম ইপিজেডে ১৭১টি, ঢাকা ইপিজেডে ১০৩টি, কুমিল্লা ইপিজেডে ৪২টি, উত্তরা ইপিজেডে ১৫টি, মোংলা ইপিজেডে ২৫টি, ঈশ্বরদী ইপিজেডে ১৫টি, কর্ণফুলি ইপিজেডে ৪৬টি এবং আদমজী ইপিজেডে ৫২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে।

বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ হয়েছে ৪,৫৬০.৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ২১৯.১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহ হতে ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানির পরিমাণ ৬৪.০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬,৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে রপ্তানির পরিমাণ ৪,৬৯৯.৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বেপজার আওতাধীন ইপিজেডসমূহ দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত বেপজার আওতাধীন ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে সর্বমোট ৪,৮৫,৯১৫ জন বাংলাদেশির প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তন্মধ্যে ৬৪ শতাংশ নারী। সারণি ৮.১১-এ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ব্যয়, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১১ ইপিজেড ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের বিবরণ

ইপিজেডসমূহের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
	উৎপাদনরত	বাস্তবায়নাধীন			
চট্টগ্রাম ইপিজেড	১৭১	১৪	১৬১৩.৮৭	২৮,০৫২.৭৭	১৯৮,১৪১
ঢাকা ইপিজেড	১০৩	৮	১৩৪১.৪২	২৪,০২৯.৬২	৯১,৯০৮
কুমিল্লা ইপিজেড	৪২	৩২	৩০৬.২৮	৩,৪০০.১৩	৫৬,০৮৫
মোংলা ইপিজেড	২৫	১৫	৫৪.৭২	২,২৭৮.৪৫	২৯,৮২৩
উত্তরা ইপিজেড	১৫	১১	১৫১.০৯	৪,৪২৫.৫৪	৬৯,২৫৮
ঈশ্বরদী ইপিজেড	১৫	১৮	১২৬.০৩	৬৩৪.৩৬	১০,০৭৫
আদমজী ইপিজেড	৫২	১৬	৪৫৩.২২	৫১৬.৩৮	২,৬৮২
কর্ণফুলী ইপিজেড	৪৬	১৭	৫১৩.৭৭	৭২৯.৪২	২৭,৯৪৩
মোট	৪৬৯	১৩১	৪৫৬০.৩৯	৬৪,০৬৬.৬৭	৪৮৫,৯১৫

উৎসঃ বেপজা, ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত

সারণি ৮.১২-এ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ইপিজেডে পণ্য ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১২ ইপিজেডে পণ্য ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

ক্রমিক নং-	উৎপাদিত পণ্যের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
১.	পোশাক শিল্প	১১৫	১,৬৬৭.৩৯	২৮১,৮৯৫
২.	গার্মেন্টস্ এ্যাক্সেসরিজ	৯২	৬১৪.৮৪	২৬,৪০৯
৩.	টেক্সটাইল	৩৯	৬৫৫.০৩	২৬,৭৯৯
৪.	নীট গার্মেন্টস্ ও অন্যান্য বস্ত্র শিল্প	৩৫	৩৪৩.৯৫	৩৬,২৩৭
৫.	জুতা ও চামড়াজাত শিল্প	৩২	২৭৩.০১	৩৮,০৯৮
৬.	টেরি টাওয়েল	১৭	৯৬.৮৯	৮,৫০০
৭.	ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য	১৯	১৫৪.৬২	৪,৫২৭
৮.	প্লাস্টিক দ্রব্য	১৩	৬৮.২১	৫,৮৮৯
৯.	ধাতব শিল্প	১৫	৬০.৬৮	৩,১৪১
১০.	তাবু	১০	৪.০০	৭৫
১১.	সেবা খাত	৯	৮৯.১৪	১২,১১৮
১২.	কৃষিজাত শিল্প	৮	৪৭.১২	৯০৫
১৩.	টুপি	৬	৬৪.৮৯	৭,৮২৫
১৪.	কেমিক্যাল শিল্প	৬	২২.০৪	৫৫৬
১৫.	আসবাবপত্র	৩	৫২.৩২	১,৯১০
১৬.	মোড়ক সামগ্রী	৩	৪.৩০	১৭৯
১৭.	বিদ্যুৎ শিল্প	২	১০৪.৩৬	১৭১
১৮.	রশি	২	১২.৩১	৫১৪
১৯.	স্পোর্টস পণ্য	২	১০.৩১	৯৬৪
২০.	ফিশিং রীল ও গলফ শ্যাফ্ট	১	৪১.৪৪	৮৮৮
২১.	খেলনা	১	৩০.০৫	৩৬৪১
২২.	বিবিধ	৩৭	১৪৩.৩৯	২৪,৬৮২
	সর্বমোট	৪৬৯	৪,৫৬০.৩৯	৪৮৫,৯১৫

উৎসঃ বেপজা , ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত

সারণি ৮.১৩-এ ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ইপিজেড বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.১৩- ইপিজেডে বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ইপিজেড		২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮*
ঢাকা	বিনিয়োগ	৬৪.৩৮	৭২.৩৮	৭৭.১৭	৬৮.৪৫	১২৫.৭৯	৮৪.০২	৮০.৬৩	৭০.৭২	৪৯.৩০
	রপ্তানি	১২১৬.৪৯	১৫২১.৭৮	১৬১৪.৪৫	১৭৮০.৭০	১৯৩৭.৫০	১৯৯৭.৫০	২১৮৩.৯০	২০৯১.৩	১৪৫৪.২৯
চট্টগ্রাম	বিনিয়োগ	৫৭.৫২	৮৫.৮৪	১০১.৭৪	১৩৩.৮৪	১০৯.৪৬	১৫২.০২	১১০.৭১	৯০.৫৭	৫৭.০৪
	রপ্তানি	১৩৩৩.৫৩	১৬৬৬.৮৮	১৮৮৩.৮১	২০৯৫.১২	২২৬১.৬১	২৩৮৩.৭৬	২৪১৯.৭১	২২৫৪.১৬	১৫৭৫.৮০
মোংলা	বিনিয়োগ	০.০১	০.৭৭	০.০৮	৩.৫২	৫.১০	৮.২৭	১৮.৯৮	৬.১৫	৭.৪৯
	রপ্তানি	৭.২৯	২৭.৯৩	৫৪.২৪	৭৪.১০	৭৭.২৮	৮৪.২৬	৭৪.৬৬	৪৫.৭৯	৩১.৫২
কুমিল্লা	বিনিয়োগ	২০.৪৪	৩৬.২৬	২০.০৭	২১.০৬	২৩.৩৯	২৩.৪১	৩০.১৮	২৯.৩২	২২.২৮
	রপ্তানি	৯৫.৩৪	১৪৫.৪৬	১৪৮.৩৬	১৭৬.৯৩	২০৯.৪১	২৭৪.৬৩	৩০৮.৩৩	৩৩৭.৩৯	২৫৯.৪৫
উত্তরা	বিনিয়োগ	১.৬৯	১১.৯৮	৫.৯৭	২০.৬২	১৭.২৭	১৯.৮৯	৩৩.৫৩	২৪.৫৬	১২.৫১
	রপ্তানি	১.৯০	৬.৭৭	১৬.০৩	২০.৩৮	৩৩.২২	৮৭.৯৯	১৮৮.৮০	২২৭.০৭	১৪৬.৮৪
ঈশ্বরদী	বিনিয়োগ	১২.২১	২১.৪০	১৭.৮৫	৫.১২	৩.১৫	৫.৪২	১৫.১১	২০.০৭	৯.৪৩
	রপ্তানি	৭.৫৪	২৫.৯৬	৪১.৫৩	৫৫.৭১	৯৩.১৬	১০৮.২৬	১১৪.৭৪	৯৬.৫৫	৮৩.০৫
আদমজী	বিনিয়োগ	২৬.১৭	৩৭.০৫	৩৪.৫৫	২৯.৯৯	৭৩.৭৫	৪৮.৫১	৫৪.৭০	৫০.৩৬	৩১.৬৮
	রপ্তানি	১০৩.৬৫	১৬৪.৬৮	২০৭.৩২	২৭৪.১০	৩৮৬.২০	৪৬৭.৪০	৫৬২.৯০	৬৪৪	৫০৪.৯২
কর্ণফুলী	বিনিয়োগ	৩৯.৫৮	৪৭.৫৬	৮১.৮৩	৪৫.৯৩	৪৪.৬৭	৬৪.৮১	৬০.৫১	৫১.৩২	২৯.৪১
	রপ্তানি	৫৬.৮১	১৩৮.১৬	২৪৫.০৫	৩৭৯.৬১	৫২৬.৮৫	৭০৯.৭৪	৮২৩.২৮	৮৫৩.০৮	৬৪৩.৯৬

উৎসঃ বেপজা, * ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত

এ যাবত ইপিজেডসমূহে জাপান, কোরিয়া, চীন, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত, পানামা, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, তুরস্ক, ইউক্রেন, ডেনমার্ক, কুয়েত, রুমানিয়া, পর্তুগাল, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলংকা, বেলজিয়াম, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড, মরিশাস, ওমান, ক্যামন আইল্যান্ড, কানাডা, স্পেন, মালটা ও বাংলাদেশসহ ৩৭টি দেশ বিনিয়োগ করেছে।

দেশের ইপিজেডসমূহ রপ্তানি বহুমূখীকরণ ও বৈচিত্র্য আনয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বতর্মানে দেশের ইপিজেডসমূহে ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য, গাড়ির যন্ত্রাংশ (নিশান, টয়োটা ও হিনো গাড়ির), মোবাইল ফোনের যন্ত্রাংশ, ক্যামেরা লেন্স ও পার্টস, বিদ্যুৎ, বাইসাইকেল, ব্যাটারী, গলফ শ্যাফট, জুতা ও জুতার এক্সসোরিজ, টেক্সটাইল, এনার্জি সেভিং বাল্ব, আসবাবপত্র, তাঁবু, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, কসমেটিকস ও হলিউড মাস্ক, চশমা, খেলনা, পোশাক, উইগ, পাটজাত দ্রব্য, মেডেল, চাবির রিং ইত্যাদি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে।

বেসরকারি বিনিয়োগে এ পর্যন্ত ৬টি ইপিজেডে প্রায় ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এদের মধ্যে 'ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন ও ডিসট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড' ঢাকা ইপিজেড ও চট্টগ্রাম ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে।

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বেপজা প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম ইপিজেডে ৭৫ কিলোওয়াট সোলার প্যানেল এবং রাস্তায় ৭৮৫টি সোলার লাইট স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডে এনভায়রনমেন্ট ল্যাব, বেসরকারি উদ্যোগে আদমজী, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা ইপিজেডে পানি পরিশোধনাগার (WTP) চালু করা হয়েছে। কারখানাসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থা নিয়মিত তদারকি করার জন্য ৩০ জন পরিবেশ কাউন্সিলর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২০১৩ সালে ৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। শ্রম পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬০ জন সোস্যাল কাউন্সিলর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। মালিক-শ্রমিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে ৮টি ইপিজেডের জন্য ৩ জন কন্সিলিয়েটর (মীমাংসাকারী) এবং ৩ জন আরবিট্রেটার (সালিশকারী) নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন

প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সকল ইপিজেডে প্রসেস অটোমেশন সিষ্টেম (Online Export & Import Permit, Bill Collection, Work Permit, Pay Roll Management etc.) চালু করা হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সিং সিষ্টেম, ইনটার-এক্টিভ (Inter-active) ওয়েবসাইট, ইপিজেডসমূহে Wi-Fi স্থাপন এবং Remote Communication Electrical Metering System স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া ইপিজেড এবং ইপিজেডে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে ইপিজেডসমূহে CCTV Surveillance System প্রবর্তন এবং Automated Access Control Gate স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

লন্ডন ভিত্তিক FDI ম্যাগাজিন 'The Financial Times' এর জরিপে চট্টগ্রাম ইপিজেড বিশ্বের ৭০০টি ইকোনোমিক জোন এর মধ্যে Cost Effective Zone category-তে তৃতীয় স্থান এবং Best Economic Potential 2010-2011 category-তে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে (FDI ম্যাগাজিন, জুন-জুলাই, ১০ সংস্করণ)। চট্টগ্রাম ইপিজেড লন্ডন ভিত্তিক FDI ম্যাগাজিন The Financial Times এর জরিপে FDI Global Free Zone of the future 2012/2013 ক্যাগাটরিতে নবম স্থান অর্জন করেছে।

ঙ. অন্যান্য শিল্প

ঔষধ শিল্প

স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশে ঔষধ প্রাপ্তি মূলত আমদানির ওপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে অনেক উচ্চ মূল্যে জনগণকে ঔষধ ক্রয় করতে হতো। বর্তমানে দেশের চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ ঔষধ দেশে উৎপাদিত হয়। বর্তমানে শুধুমাত্র কিছু হাইটেক প্রোডাক্ট (ব্লাড বায়োসিমিলার প্রোডাক্ট, এন্টিক্যান্সার ড্রাগ, ভ্যাকসিন ইত্যাদি) আমদানি করা হয়। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ঔষধ আমদানিকারক দেশ হতে রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে এবং সারা বিশ্বে বাংলাদেশের ঔষধ সুনাম অর্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৫৪টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল উন্নত বিশ্বের ইউরোপ ও আমেরিকাসহ ১৪৫টি দেশে রপ্তানি করছে এবং সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় ঔষধ রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে ২৬৯টি এলোপ্যাথিক ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বছরে ২৮,০১০ ব্রান্ডের ২,২৪৭.০৫ কোটি টাকার ঔষধ উৎপাদন করছে। সারণি ৮.১৪-এ দেশের ঔষধ রপ্তানির চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ৮.১৪ স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামালের রপ্তানি

(কোটি টাকায়)

বছর	প্রস্তুতকৃত ঔষধ	ঔষধের কাঁচামাল	মোট রপ্তানি	যে কয়টি দেশে রপ্তানি হয় (সংখ্যা)
২০০৯	৩৩৫.২১	১১.৯৬	৩৪৭.১৭	৭৩
২০১০	৩২৭.৪৩	৫.১২	৩৩২.৫৫	৮৪
২০১১	৪২১.২২	৪.৯৩	৪২৬.১৫	৮৭
২০১২	৫৩৯.৬২	১১.৬০	৫৫১.২২	৮৭
২০১৩	৬০৩.৮৭	১৬.০৬	৬১৯.৯৩	৮৭
২০১৪	৭১৪.২০	১৯.০৭	৭৩৩.২৭	৯২
২০১৫	৮১২.৫০	১৯৫.৫৮	১০০৮.০৮	১১৩
২০১৬	২২৪৫.৬০	১.৪০	২২৪৭.০৫	১২৭
২০১৭	৩১৯২.৪৬	৩.৮৬	৩১৯৬.৩২	১৪৫

উৎসঃ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর।

চ. শিল্প সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)

বিএসটিআই দেশের একমাত্র জাতীয় মান সংস্থা। বিএসটিআই এর মূল দায়িত্ব পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়ন, পণ্যের পরীক্ষণ, গুণগতমানের সার্টিফিকেশন, ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন এবং সারা দেশে মেট্রোলজি ও ক্যালিব্রেশন সার্ভিস প্রদান।

বিএসটিআই কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের (ফেব্রুয়ারি ২০১৮) পর্যন্ত মোট ২৯৭টি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও ৮৬০টি সার্ভিল্যান্স টিম পরিচালনার মাধ্যমে মোট ৫৩৭টি মামলা দায়ের করা হয় এবং প্রদানের সময় সঠিক ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিতকরণে মোট ২৫৭টি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও ২৫১টি সার্ভিল্যান্স টীম পরিচালনার মাধ্যমে ৭৫৫টি মামলা দায়ের করা হয়। এ সকল মামলায় সর্বমোট ১৫৭.২১ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করে উক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

বিএসটিআই এর বিভিন্ন ল্যাবরেটরি ভারতের National Accreditation Board for Testing Laboratories

(NABL) থেকে অ্যাক্রিডিটেশন অর্জন করেছে। বিএসটিআই-এর Management System Certification Scheme (MSCS) এর কার্যক্রম বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড কর্তৃক অ্যাক্রিডিটেশন পেয়েছে। বিএসটিআই থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 9001, পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 14001 এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 22000 এর উপর ৪৭টি Management System Certificate প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ISO সনদ প্রাপ্তির জন্য আরো বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রক্রিয়াধীন আছে।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

একটি বিশেষায়িত সরকারি সংস্থা হিসেবে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) বাংলাদেশের মেধাসম্পদ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্ট স্বত্ব মঞ্জুর, নতুন ও মৌলিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন নিবন্ধন, ট্রেডমার্ক ও সার্ভিস মার্ক নিবন্ধন, ভৌগলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনসহ মেধাসম্পদ বিষয়ক অন্যান্য কার্যাবলীও এ অধিদপ্তর পরিচালনা করে থাকে। 'পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন, ১৯১১' এবং 'পেটেন্ট ও ডিজাইন বিধিমালা, ১৯৩৩' মোতাবেক পেটেন্ট মঞ্জুর ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন নিবন্ধন করা হয়। 'ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ (ট্রেডমার্ক সংশোধনী আইন, ২০১৫)' ও 'ট্রেডমার্ক বিধিমালা, ২০১৫' মোতাবেক ট্রেডমার্ক ও সার্ভিস মার্ক নিবন্ধন করা হয়। 'ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩' ও 'ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৫' মোতাবেক ভৌগলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনও এ অধিদপ্তরে করা যায়। মেধাসম্পদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং শিল্পোন্নয়নে এর ভূমিকা জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে প্রতি বছর ২৬ এপ্রিল পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপিত হয়। SDG (Sustainable Development Goal)-এর Goal 9 এ মেধাসম্পদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জুলাই ২০১৭ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত দেশি-বিদেশি এবং ভৌগলিক নির্দেশক পণ্যের মোট দরখাস্ত প্রাপ্তি সংখ্যা যথাক্রমে পেটেন্ট ২২১টি, ডিজাইন ১,১৭০টি, ট্রেডমার্ক ৮,৯১৮টি ও সার্ভিসমার্ক ৩০টি। এর মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে যথাক্রমে ৮২টি, ৪৬৭টি, ৬,৯৭৮টি এবং ২টি। বর্তমানে অধিদপ্তরে নতুন পেটেন্ট আইন ও নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন আইন চূড়ান্তকরণের অপেক্ষায় রয়েছে। নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত এ অধিদপ্তরের আয় প্রায় ১২.০২ কোটি টাকা যা গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে একই সময়ে ছিল ১১.১৭ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, অধিদপ্তরের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব আয় ছিল ১৬.১৭ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব আয় ছিল ১৬.৫৫ কোটি টাকা।

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে কল-কারখানায় স্থাপিত বয়লারের সাথে সংশ্লিষ্ট জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বয়লার পরিদর্শনপূর্বক সনদপত্র প্রদান এবং বয়লার মালিকদেরকে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করা অত্র দপ্তরের প্রধান দায়িত্ব। সাধারণত সকল শিল্প কারখানাই বয়লার ব্যবহার করে থাকে। তন্মধ্যে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কেমিক্যাল কোম্পানি, সার-কারখানা, কাগজকল, চিনিকল, ঔষধ প্রস্তুত কারখানা, জুট মিল, কটন মিল, টেক্সটাইল মিল ও গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বয়লার ভিত্তিক শিল্প কারখানায় বয়লার একটি প্রধান যন্ত্র বা প্রাণ স্বরূপ। শিল্প কারখানার বয়লারের নিরাপদ চালনা নিশ্চিত ও বয়লারের সাথে সংশ্লিষ্ট জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অত্র দপ্তর উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে।

দেশে বিভিন্ন কারখানায় ব্যবহৃত অধিকাংশ বয়লারই বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। দেশে ছোট আকারের ও স্বল্প চাপের বয়লারসমূহ তৈরি হয়। এ দপ্তর দেশীয় বয়লার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে এবং বয়লার প্রস্তুতকালীন সময়ে পরিদর্শনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৫৬৫টি বয়লার রেজিস্ট্রেশন, সনদ প্রদান এবং স্থায়ীভাবে তৈরিকৃত ১৩৯টি বয়লারের সনদ ২২৯ জন বয়লার পরিচারক প্রার্থীকে বয়লার পরিচারক যোগ্যতা সনদ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত সময়ে ৩.৬১ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

দেশীয় ও বহুজাতিক বিভিন্ন পরীক্ষাগার, সনদপ্রদানকারী সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড গঠিত হয়। বিএবি জাতীয় মান অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে (Quality Infrastructure), সাহায্য নিরূপণ পদ্ধতি Conformity Assessment প্রতিষ্ঠা করে দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন, ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ

তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিএবি কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। বিএবি ইতোমধ্যে দেশীয় ও বহুজাতিক কোম্পানীর ৪৬টি টেস্টিং, ৬টি ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি ও ২টি মেডিকেল ল্যাবরেটরি, ২টি সনদ প্রদানকারী সংস্থা ও ২টি পরিদর্শন প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় সক্ষমতা মূল্যায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মান অনুসারে এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করেছে। ফলে দেশের পরীক্ষার কার্যক্রমের পরিধি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা দেশের রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বিএবি বিগত দুই বছরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের ISO 15189, ISO/IEC 17025, 17020, 17021, 17024, 17043 উপর ৯টি অ্যাসেসর প্রশিক্ষণ কোর্স এবং ১৭টি অন্যান্য কারিগরি বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। এ সকল প্রশিক্ষণে কোর্সে মোট ৬০০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে দেশের মান অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখছেন। বিএবি এ্যাক্রেডিটেশন সেবা প্রদান ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে গত অর্থ বছরে প্রায় ৫৪.৭১ লক্ষ টাকা আয় করেছে। ভবিষ্যতে বিএবি'র কর্মপরিধি বিস্তৃতির সাথে সাথে আয়ও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কারিগরি জনবল সৃষ্টি করে। শিল্প ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি আহরণ ও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে পরামর্শ প্রদান করে, শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নকশা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি/মেরামত করে (স্থানীয় ও আমদানি-বিকল্প) দেশের শিল্পায়নে সহায়তা করে থাকে। এর লক্ষ্য হচ্ছে শিল্পক্ষেত্রে দক্ষ কারিগরি জনবল সৃষ্টি করা, উন্নত প্রযুক্তি আহরণ ও হস্তান্তরসহ শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি।

বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুত 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়ন কল্পে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত অসহায় যুবক-যুবতীদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে ঘরে ঘরে চাকুরি প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) কর্তৃক 'Extension of BITAC for Self-employment and Poverty Alleviation through Hands on Technical Training Highlighting Women (3rd Revised)' শীর্ষক প্রকল্পটি ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে বাস্তবায়নাধীন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ৯০০ জন মহিলা এবং ১,১৫০ জন পুরুষ অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে এ পর্যন্ত ৩,৪৭১ জন পুরুষ ও ৩,২৭৪ জন মহিলাসহ সর্বমোট ৬,৭৪৫ জনের বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কর্মসংস্থান হয়েছে এবং কেউ কেউ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে স্বাবলম্বী হচ্ছেন।

বিটাক বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশের নকশা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি করে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া চলমান রাখতে সহায়তা প্রদান করে থাকে। আমদানি-বিকল্প যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ তৈরির মাধ্যমে বিটাক এখাত থেকে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১,৫৮৮.৩৩ লক্ষ টাকা আয় করেছে। পক্ষান্তরে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ খাত থেকে ১,৯০৩.৫৬ লক্ষ টাকা আয় করে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২,২১০ লক্ষ টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ১,০০৯.৫৭ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন একটি সংযুক্ত দপ্তর। জাতীয় এবং কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা সচেতনতা সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি প্রয়োগ ও বাস্তবায়নসহ বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তথা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এনপিও একটি বিশেষজ্ঞ সংস্থা।

প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার কৃষি খাতসহ জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকাণ্ডে অব্যাহতভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর এবং বেসরকারি উদ্যোগে শিল্পায়নকে উৎসাহিত করার মানসে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া, বাংলাদেশে এপিও সদস্যভুক্ত দেশের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কর্মসূচি কাজে লাগানোর লক্ষ্যে টোকিওভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে এনপিও দায়িত্ব পালন করে।

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত এনপিও কর্তৃক বিভিন্ন কারখানা ও এনপিও অফিসে মোট ৩৯টি প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাতে ১,৫১১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া ১টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়, এতে ৩২ জন অংশগ্রহণ করেন। কারখানায় কিউসি ও ফাইভ-এস কর্মসূচি পরিচালনা করা হয় ১৫টি প্রতিষ্ঠানে। ৫টি কারখানা উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কোষ গঠন, ১৮টি সচেতনতা প্রচারাভিযান, ১৩,২০০টি উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রচার পুস্তিকা বিতরণ, বেসরকারি

১৮টি প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা এবং ৭১টি কারখানা হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এপিও প্রোগ্রামে বাংলাদেশ হতে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি (আন্তর্জাতিক)-১১জন। এপিও-এনপিও'র যৌথ উদ্যোগে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় গ্লোবাল ডেভলপমেন্ট লার্নিং নেটওয়ার্কের আওতায় ডিসটেন্স লার্নিং প্রশিক্ষণ কোর্স ৫টি। এতে অংশগ্রহণ করেন ১৩০ জন।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) দক্ষ ব্যবস্থাপক তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা কর্ম এবং ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার উন্নয়নের জন্য পরামর্শ সেবা প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত রয়েছে। বিশেষত শিল্প ও বাণিজ্য খাতে নির্বাহী পর্যায়ের মানবসম্পদ উন্নয়নে বিআইএম জাতীয় পর্যায়ের প্রধান বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। বিআইএম ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন শাখায় স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ, এক বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং ছয়মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সসহ অন্যান্য বিশেষায়িত কোর্সের আয়োজন ও পরামর্শ সেবা প্রদান করে থাকে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ পর্যন্ত বিআইএম ৬১,০০০-এর অধিক প্রশিক্ষণার্থীকে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৯২টি স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১,৬৪৫ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া, ৫টি এক বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সে ২০১৭ সেশনে ৮২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং ২০১৮ সালে ৯২১ জন প্রশিক্ষণার্থীর ভর্তি সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি, ডিপ্লোমা ইন সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স বিষয়ে ছয় মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সে ২০১৭ সালে ৬৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে গ্রাজুয়েশন প্রদান করা এবং ২০১৮ সালে ৭৬ জন প্রশিক্ষণার্থীর ভর্তি সম্পন্ন হয়েছে।

জ. শিল্প ঋণ

বাংলাদেশের মত কৃষিনির্ভর দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাঙ্ক্ষিত গতিশীলতা অর্জনকল্পে প্রয়োজন দ্রুত শিল্পায়ন। এ প্রেক্ষিতে শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত থাকার ফলে দেশে শিল্পঋণ বিতরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত বছরওয়ারী শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি-৮.১৫ এ দেখানো হলোঃ

সারণি-৮.১৫: শিল্পঋণের বছরভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ			আদায়কৃত ঋণ		
	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট
২০১০-১১	৭১৩০০.৩৫	৩২১৬৩.২০	১০৩৪৬৩.৫৫	৫৬৬৯৪.৯৯	২৫০১৫.৮৯	৮১৭১০.৮৮
২০১১-১২	৭৬৬৭৪.৯৮	৩৫২৭৮.১০	১১১৯৫৩.০৮	৬৪৪০০.২৭	৩০২৩৬.৭৪	৯৪৬৩৭.০১
২০১২-১৩	১০৩১৬৫.৫৬	৪২৫২৮.৩১	১৪৫৬৯৩.৮৭	৮৫৪৯৬.১৪	৩৬৫৪৯.৪১	১২২০৪৫.৫৫
২০১৩-১৪	১২৬১০২.৫৯	৪২৩১১.৩২	১৬৮৪১৩.৯১	১১৩২৯১.২৫	৪১৮০৬.৬৯	১৫৫০৯৭.৯৪
২০১৪-১৫	১৫৯৫৪৬.৪২	৫৯৭৮৩.৭০	২১৯৩৩০.১২	১২১৮৫৩.৯৯	৪৭৫৪০.৮১	১৬৯৩৯৪.৮০
২০১৫-১৬	১৯৯৩৪৯.২১	৬৫৫৩৮.৬৯	২৬৪৮৮৭.৯০	১৪৯৭৬২.৭২	৪৮২২৫.২৯	১৯৭৯৮৮.০১
২০১৬-১৭	২৩৮৫১৭.০৫	৬২১৫৫.০৮	৩০০৬৭২.১৩	১৮৫৫৩২.৭৭	৫২০৯৪.৫৭	২৩৭৬২৭.৩৪
২০১৭-১৮*	১৩৫,৬৯৩.৬১	৩৩৬৪৭.২২	১৬৯৩৪০.৮৩	১০০৮৬৮.৬২	৩৪১৫৩.০৬	১৩৫০২১.৬৮

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত।

২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ সময়কালে শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত শিল্পখাতে বিতরণ ও আদায়কৃত ঋণের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১,৬৯,৩৪০.৮৩ কোটি টাকা এবং ১,৩৫,০২১.৬৮ কোটি টাকা। বিতরণকৃত ও আদায়কৃত শিল্পঋণের এ প্রবৃদ্ধি দেশের শিল্পায়নে গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করার পাশাপাশি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরো উচ্চতর মাত্রা নিশ্চিত করতে মূখ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।